জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল

তারিখ ঃ 11 JUL 2017

জামানত ছাড়াই ঋণ দিল সোনালী ব্যাংক!

■ শেখ আবদুল্লাহ

জামানত ছাড়াই ঋণ দিয়ে বিপাকে পড়েছে সোনালী ব্যাংকের রমনা করপোরেট শাখা। ১৯৯৭ সালে মাত্র ৮২ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের রমনা করপোরেট শাখায় গ্রাহক হয় ফেয়ার ট্রেড ফেব্রিকস লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি। ১৫ বছর ধরে ব্যাংকের সঙ্গে ব্যবসা করে ২০১১ সালে সাড়ে ৫০০ কোটি টাকা বকেয়া রেখে আর যোগাযোগ করছেন না প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জসিম আহমেদ। জসিম আহমেদ যেমন বছরের পর বছর ব্যাংক থেকে ঋণের নামে অর্থ নিয়েছেন, ব্যাংকের টাকায় নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান করেছেন; তেমনি ব্যাংকাররাও দিয়েছেন দু'হাত খুলে। কত টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে, কত পরিশোধ হচ্ছে, ঋণের বিপরীতে জামানত আছে কি-না কোনোদিকেই খেয়াল করেননি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। ২০ বছর পরে এসে বর্তমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এ অর্থ আদায়ের উদ্যোগ নিয়ে কোনো কূলকিনারা করতে পারছেন না। গতকাল জাতীয় সংসদে শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে ফেয়ার ট্রেডের অবস্থান ১৫তম।

ফেয়ার ট্রেডের কাছে আটকা সাড়ে ৫শ' কোটি টাকা

সোনালী ব্যাংকের নিজস্ব তদন্তে ফেয়ার ফেব্রিকসের ঋণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অনিয়ম পাওয়া যায়। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থ সরবরাহ করেছে সোনালী ব্যাংক। কখনও নগদ, কখনও ব্যাক টু ব্যাক এলসি বা কখনও বিল পারসেজের নামে দেওয়া হয়েছে শত শত কোটি টাকা। তদন্ত প্রতিবেদনে এ ঘটনাকে অর্থ আত্মসাৎ হিসেবে উল্লেখ করেছে তদন্তকারী দল।

ব্যাংকের কর্মকর্তারা এ ঘটনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বলে মনে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

জামানত ছাড়াই ঋণ দিল সোনালী

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

করছেন তদন্তকারীরা। এসব অর্থ দেওয়ার অনেক নথিও এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। কে বা কারা কীভাবে এসব অর্থ দিয়েছেন তা-ও বের করা যাচ্ছে না। আর যেসব নথি পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে কোন কোন কর্মকর্তা স্বাক্ষর করেছেন তাও স্পষ্ট নয়। নামের সিল ব্যবহার করা হয়নি অনেক নথিতে। ১০ বছর আগে ২০০৭ সালে এই অনিয়মের সঙ্গে জড়িত হিসেবে ৩৩ কর্মকর্তাকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হলেও ফলাফল কিছুই হয়নি। ব্যাংক টাকা ফেরত পায়নি। কয়েকজন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও অবশেষে তাদের অনেকে কোনো ধরনের দায়-দায়িত্ব ছাড়াই নিয়মিত অবসরে গেছেন।

তদন্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, শুরুতে ফেয়ার ট্রেডকে তৈরি পোশাক আমদানি-রফতানি ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যাক টু ব্যাক এলসির জন্য মাত্র ৮২ লাখ টাকা ঋণসীমা মঞ্জুর করে ব্যাংক। এর পর প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা না বাড়লেও ধাপে ধাপে এই ঋণসীমা বাড়ানো হয়েছে। সবশেষে তা ৩৩ কোটি টাকায় ঠেকে। ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে বারবার অর্থায়ন করা হলেও গ্রহীতা তা পরিশোধ করেনি। ব্যাংক অর্থ আদায় না করে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে নতুন করে ঋণ দিয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কাছে পাওনা সাড়ে ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ৪৯৯ কোটি ৯৪ লাখ টাকা ফোর্স লোন। অভ্যন্তরীণ বিল কেনা বাবদ নতুন করে ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে ৩৫ কোটি ৪৪ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। আর পিএডি, লিম ও ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ পাওনা রয়েছে আরও ১০ কোটি টাকা। এসব ঋণের বিপরীতে জামানত আছে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ৩১৮ শতাংশ জমি। ব্যাংকের হিসাবে এই জমির মূল্য মাত্র ৪ কোটি ২৩ লাখ টাকা। যদিও এই জমি জসিম আহমেদের নিজের নয়। বন্ধকী সম্পত্তি জামানত দিয়েছেন তিনি। সীমা অতিরিক্ত ঋণ দেওয়া হলেও শাখার কর্মকর্তারা জামানত বাড়ানোর চেষ্টা করেননি বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাংকের বিভিন্ন সময়ের পরিচালনা পর্ষদও এই ঋণ পুনঃতফসিল করার অনুমোদন দিয়েছে। ২০০৭ সালের ২৯ জুন অনুষ্ঠিত ব্যাংকের ৯৫৪তম সভায় ১৩৬ কোটি টাকার ডিমান্ড লোনকে বাণিজ্যিক ঋণে রূপান্তর করে ১৫ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিলের অনুমোদন দেওয়া হয়।

ব্যাংক টাকা আদায়ে অর্থ ঋণ আদালতের দ্বারস্থ হলে জসিম আহমেদ উচ্চ আদালতে রিট করে অর্থ ঋণ আদালতের মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেন। এমনকি তাকে ঋণখেলাপি দেখানোর ওপরও স্থগিত আদেশ পান। দীর্ঘদিন ধরে ওই স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে লড়েছে সোনালী ব্যাংক। সবশেষে স্থগিতাদেশ বাতিলের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এখন অর্থ ঋণ আদালতে মামলাটি বিচারাধীন। এদিকে স্থগিত আদেশ পাওয়ার পর জসিম আহমেদের পুরো ঋণকে মন্দ ও ক্ষতিকর খেলাপি হিসেবে উল্লেখ করেছে সোনালী ব্যাংক। এতে এই বিপুল খেলাপি ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখতে হয়েছে সোনালী ব্যাংককে। এতে ব্যাংক মুনাফার অর্থ মূলধনে যোগ করতে পারেনি। ফলে মূলধন ঘাটতি আরও বেড়েছে। সবশেষে সরকার জনগণের করের অর্থ থেকে ব্যাংকটিকে এক হাজার কোটি টাকা মূলধন জোগান দিয়েছে।

ফেয়ার ট্রেড ফেব্রিকস লিমিটেড তৈরি পোশাক রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য তালিকায় নেই। তবে জসিম আহমেদের মালিকানাধীন আরেক প্রতিষ্ঠান ফেয়ার ওয়াশিং লিমিটেড বিজিএমইএর সদস্য। জসিম আহমেদের মালিকানাধীন আরেক প্রতিষ্ঠান ফেয়ার জিপার অ্যান্ড ইয়ার্ন ডাইং মিলস এই ব্যাংকের গ্রাহক। সোনালী ব্যাংকের রমনা শাখার কয়েক কর্মকর্তা সমকালকে জানিয়েছেন, গাজীপুরের কালিয়াকৈরের শফিপুরে অবস্থিত ফেয়ার ট্রেড ফেব্রিকস লিমিটেড বর্তমানে সরাসরি রফতানি কার্যক্রমে নেই। প্রতিষ্ঠানটি সাব-কন্ট্রাক্টে কিছু কাজ করে। ফেয়ার ওয়াশিং লিমিটেড এবং ফেয়ার জিপার অ্যান্ড ইয়ার্ন ডাইং মিলসের অবস্থাও একই।

জসিম আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। তার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে ফোন, এসএমএস করলেও তিনি সাড়া দেননি। রাজধানীর মহাখালী ডিওএইচএসের ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের করপোরেট অফিসে কয়েকবার গিয়ে যোগাযোগ করা হলেও কেউ কথা বলতে রাজি হননি।

সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ সমকালকে বলেন, ফেয়ার ফেব্রিকস থেকে ঋণ আদায়ে আগে থেকেই অর্থ ঋণ আদালতে মামলা আছে। এখন নতুন কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি।

আর যে শাখা থেকে এই টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন জসিম আহমেদ সেই রমনা করপোরেট শাখার বর্তমান ব্যবস্থাপক ব্যাংকের জিএম বেলায়েত হোসেন সমকালকে বলেন, এক বছরের বেশি সময় ধরে ফেয়ার ট্রেড ফেব্রিকস ব্যাংকের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ করছে না। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেও ফেয়ার ফেব্রিকসের লোকজনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

তদন্তকারী দলের একজন সমকালকে বলেন, এই ঋণে যা ঘটেছে তা পরিকল্পিত জালিয়াতি। বারবার পুনঃতফসিল, কিস্তি পুনর্বিন্যাস, লিমিট বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ঋণ সুবিধা দেওয়া হলেও জসিম আহমেদ কখনও ঋণ পরিশোধে আন্তরিক ছিলেন না। শাখা কর্তৃপক্ষও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এবং ব্যাংকের স্বার্থে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ ছাড়া ব্যাংকের ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অমান্য করা হলেও প্রধান কার্যালয় বিভিন্ন সময় শাখার সুপারিশে যাচাই-বাছাই ছাড়া মঞ্জুরিপত্র দিয়েছে।

ফেয়ার ট্রেড গ্রুপের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী এর ৭৫ শতাংশ মালিকানা জসিম আহমেদের আর তার স্ত্রী ইয়াসমিন আহমেদের রয়েছে ২৫ শতাংশ মালিকানা।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সকালের খবর

তারিখ ঃ 11 JUL 2017

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকে ৭০১ কোটি টাকার ঋণ কেলেঙ্কারি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিষ্ক্রিয়তায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশ্ন

আসাদুল্লাহিল গালিব ■

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকে ৭০১ কোটি টাকার ঋণ অনিয়ম প্রমাণিত হওয়ার পরও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিষ্ক্রিয়তায় খোদ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রশ্ন তুলেছে। গত ৪ জুলাই বিভাগের সচিব মো. ইউনুসুর রহমান উপস্থাপিত এক সার-সংক্ষেপে বিষয়টি উঠে এসেছে। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরকে পরামর্শ দিয়ে চিঠি দেবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে, দালিলিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় কারণ দর্শানো নোটিসের পর দুই মাস অতিবাহিত হলেও শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে অজ্ঞাত কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। বলা হয়েছে, ব্যাংক লুটের বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে প্রভাবশালী মহলের চাপে বাংলাদেশ ব্যাংক নীরব রয়েছে। এমনকি এর সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জড়িত আছে বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মো. ইউনুসুর রহমান

এরপর পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৫

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সকালের খবরকে বলেন, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পরও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটা ঠিক করেনি। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ ঘটনায় জড়িত রয়েছেন, সে বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। এ বিষয়ে জানতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার ফরাছত আলী, ভাইস চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেওয়ান মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ৭০১ কোটি টাকার ঋণে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রমাণিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক গত ২০ মার্চ তারিখে ব্যাংক-কোম্পানি আইনের ৪৬ ধারা অনুযায়ী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নিজ নিজ পদ থেকে অপসারণের জন্য দুটি কারণ দর্শানো নোটিস দেওয়া হয়। পরবর্তীতে অভিযুক্তরা উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন করেন, যা কিছুদিনের মধ্যে খারিজও করে দেওয়া হয়। এতে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আর কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক অজ্ঞাত কারণে নিষ্ক্রিয় রয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ মনে করছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা লঙ্ঘন করে শত শত কোটি টাকা লোপাটের সুযোগ করে দেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে শিগগিরই নির্দেশনা দেবেন অর্থমন্ত্রী।

সূত্র আরও জানিয়েছে, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকে দুই বা ততোধিক পক্ষ পরস্পরবিরোধী অবস্থায় অবস্থান করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিপক্ষেও অর্থ মন্ত্রণালয়ে নানা অভিযোগ করা হয়েছে। আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হবে বলে সূত্র নিশ্চিত করেছে।

সূত্র জানায়, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান ফরাছত আলী এই ব্যাংকেরই পাঁচজন পরিচালকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেছিলেন। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকে বেনামি শেয়ার ধারণ, পরিচালকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ভুয়া ঋণ দেওয়াসহ ৭০১ কোটি টাকার ঋণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হয়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ ঃ 1 1 JUL 2017

সম্পদ অর্জনে নিষেধাজ্ঞায় চার রাষ্ট্রীয় ব্যাংক

রুকনুজ্জামান অঞ্জন

রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ৩০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। অথচ ব্যাংকটির স্থায়ী সম্পত্তি (জমি বা ভবন) রয়েছে ১ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী ব্যাংকটি এত বেশি সম্পদের মালিক হতে পারে না।

এই অতিরিক্ত সম্পদের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক এখন থেকে অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া নতুন কোনো জমি ক্রয় ও দালানকোঠার (স্থায়ী/অস্থায়ী সম্পদের) মালিকানা অর্জন করতে পারবে না। শুধু রূপালী ব্যাংক নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত অন্য তিন বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী, জনতা ও অগ্রণীর ক্ষেত্রেও একই নির্দেশনা জারি হচ্ছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ইউনুছুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো যে সম্পদ অর্জন করেছে, তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্কুলার জারির আগে। নতুন করে তারা কোনো সম্পদ অর্জন করেনি। দেখা যাচ্ছে, পুরনো যে সম্পদ ছিল তা এখন ১০০ গুণ বেড়ে গেছে। ফলে অতিরিক্ত এই সম্পদ ধারণকে "অপরাধ" বলা যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো যাতে নতুন এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

সম্পদ অর্জনে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] করে আর কোনো সম্পদ ধারণ না করে সে বিষয়টি আমরা দেখছি।'

জানা গেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংক যাতে নতুন করে আর কোনো সম্পদের মালিকানা অর্জন না করে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে একটি সারসংক্ষেপ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের কাছে শিগগিরই পাঠানো হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের ১২ আগস্ট তারা যে সার্কুলার জারি করে সে অনুযায়ী কোনো তফসিলি ব্যাংক তার পরিশোধিত মূলধনের ৩০ শতাংশের বেশি স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে পারে না। যেসব ব্যাংকের স্থাবর বা স্থায়ী সম্পদের মূল্য এ সীমা অতিক্রম করেছে, সেগুলো পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন না বাড়িয়ে নতুন করে এ ধরনের সম্পদ ক্রয় বা ধারণ করতে পারবে না। সূত্র জানায়, রূপালী ব্যাংক স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান আমলের মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ও অস্ট্রেলিয়া ব্যাংক লিমিটেড নামীয় তিনটি ব্যাংকের পূর্ব পাকিস্তান অংশের একীভূতকরণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ থেকে '৯৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার (পিও) বলে ঋণের পাওনা সমন্বয় বা সরাসরি কেনার মাধ্যমে ২১ ধরনের সম্পদের মালিকানাপ্রাপ্ত হয়। রূপালী ব্যাংকের এই ২১ ধরনের সম্পত্তি ১৯৭২ থেকে '৯৫ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত। ওই সময় এ সম্পদের মূল্য ছিল ১ কোটি ৬১ লাখ টাকা। তবে জমির মূল্য বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষ নতুন করে নির্মিত ভবনের বর্তমান মূল্য অনেক গুণ বেড়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত হিসাবে ব্যাংকটির স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার কোটি টাকার ওপরে, যা ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের ৩০ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশি। ব্যাংকটির বর্তমানে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩০১ কোটি টাকা।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল

তারিখ ঃ 11 JUL 2017

সংসদে ১০০ ঋণ খেলাপির তালিকা দিলেন অর্থমন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ তথ্য ব্যুরোর (সিআইবি) তালিকা অনুযায়ী দেশের শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। গতকাল সোমবার সংসদের বৈঠকে প্রশ্নোত্তরে তিনি এই তালিকা তুলে ধরেন। এর আগে বিকেল ৫টায় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক শুরু হয়।

সরকারি দলের সদস্য মুহিবুর রহমান মানিকের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী জানান, চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত দেশের সব তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক লাখ ১১ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা। একই প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তথ্য সংসদে তুলে ধরেন। যার মধ্যে দু'জন ব্যক্তি। বাকি ৯৮টি প্রতিষ্ঠান। তবে এ তালিকায় জাতীয় পার্টির নেতা শওকত চৌধুরীর মালিকানাধীন নীলফামারীর সৈয়দপুরের বিসিক শিল্পনগরীর যমুনা অ্যাগ্রো কেমিক্যালস ও আলোচিত খাজা সোলেমানের বিসমিল্লাহ টাওয়েলসের নাম দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে।

মোট ঋণ ১ লাখ ১১ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা

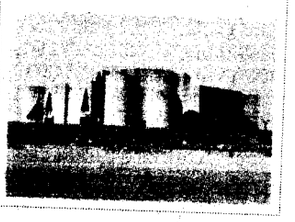

খেলাপির তালিকায় অন্য যাদের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের দাদা ব্র্যান্ডের সয়াবিন তেল রিফাইনারি প্রতিষ্ঠান মোহাম্মদ ইলিয়াছ ব্রাদার্স (প্রা.) লিমিটেড। বন্ধ এ কোম্পানিটি প্রায় এক হাজার কোটি টাকার খেলাপি। এরপরেই রয়েছে চট্টগ্রামের নূরজাহান গ্রুপের মালিকানাধীন জেসমিন ভেজিটেবল ও

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

সংসদে ১০০ ঋণ খেলাপির তালিকা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

মেরিন ভেজিটেবল অয়েল। চট্টগ্রামভিত্তিক আরেক প্রতিষ্ঠান নূরজাহান সুপার অয়েল রয়েছে অর্থমন্ত্রীর দেওয়া তালিকায়। ঋণ কেলেঙ্কারিতে আলোচিত হলমার্ক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স স্পিনিং মিলস লিমিটেড রয়েছে শীর্ষ খেলাপির তালিকায়। এ গ্রুপের হলমার্ক ফ্যাশনও রয়েছে। হলমার্কের বেতনভুক্ত কর্মচারী জাহাঙ্গীরের কোম্পানি আনোয়ারা স্পিনিং খেলাপি। হলমার্ক কেলেঙ্কারির আলোচিত ছয় প্রতিষ্ঠানের একটি টি আন্ড ব্রাদার্সের নামও রয়েছে।

ঋণখেলাপির তালিকায় আরও রয়েছে ব্যবসায়ী টিপু সুলতানের মালিকানাধীন টিআর ট্রাভেলসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ট্রেডিং হাউস। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের মোস্তফা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান এম এম ভেজিটেবল অয়েল এবং সাইফুল ইসলামের মালিকানাধীন চট্টগ্রামের পটিয়ায় অবস্থিত জাহাজ ও নৌযান নির্মাণকারী এবং পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড খেলাপি। বিএনপির সাবেক এমপি হারুনুর রশিদ খান মুন্নুর মালিকানাধীন মুন্নু ফেব্রিক্সও খেলাপি প্রতিষ্ঠান। এনায়েতুর রহমান বাপ্পির মালিকানাধীন চ্যানেল নাইনের মূল কোম্পানি ভারগো মিডিয়া খেলাপি। জসিম আহমেদের মালিকানাধীন শফিপুরের ফেয়ার ট্রেড ফেব্রিক্স রয়েছে খেলাপিদের শীর্ষ তালিকায়। চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ী মুজাহের হোসেনের কোম্পানি ইয়াসির এন্টারপ্রাইজ খেলাপি। আলোচিত বিসমিল্লাহ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান আলফা কম্পোজিট টাওয়েলস, চট্টগ্রামের জাহাজভাঙ্গা শিল্প ব্যবসায়ী নাজিমুদ্দীন চৌধুরীর এস কে স্টিল, খাতুনগঞ্জের জয়নাল আবেদীনের ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল ও ম্যাক শিপ বিল্ডার্স, আসবাবপত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অটবীর কোয়ান্টাম পাওয়ারস সিস্টেমস, মাদারীপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বেনেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, আবুল কালাম হাবীবের তানিয়া এন্টারপ্রাইজ, বিএনপির সাবেক প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিমের ভাই ফজলুর রহমানের মালিকানাধীন রহমান স্পিনিং মিলস এ তালিকায় রয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের আলোচিত খেলাপি মিজানুর রহমানের মালিকানাধীন মুন বাংলাদেশ অন্যতম খেলাপি। বেসিক ব্যাংকের আলোচিত ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠান টেকনো ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মা টেক্স ও ডেল্টা সিস্টেম এসেছে এ তালিকায়। সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে অন্য খাতে বিনিয়োগ করে আলোচিত প্রতিষ্ঠান হিলফুল ফুজুল সমাজকল্যাণ সংস্থাও এসেছে শীর্ষ খেলাপির তালিকায়। দুদকের মামলায় কারাবন্দি মো. ইসলাম উদ্দিনের হাজী ইসলাম উদ্দিন স্পিনিং মিলস, রাজ্জাকুল হোসেন টুটুলের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ার গ্রামবাংলা এমপিকে ফার্টিলাইজার অ্যান্ড অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ রয়েছে শীর্ষ তালিকায়। খুলনার ব্যবসায়ী এস এম এমদাদুল হোসেন বুলবুলের মালিকানাধী সোনালী জুট মিলস রয়েছে খেলাপির তালিকায়।

এ ছাড়া সাহারিশ কম্পোজিট টাওয়েল, সালেহ কার্পেট মিলস লি, চৌধুরী নিটওয়্যারস, রনকা শোয়েল কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস, এস স্পিনিং লাইন, টেলি বার্তা, কটন করপোরেশন, এক্সপার টেক, এমবিএ গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল, ওয়াল মার্ট ফ্যাশন, ওয়ান ডেনিম মিলস, অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, হিমালয় পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস, এমদাদুল হক ভূইয়া, এম কে শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড স্টিলস, রনকা ডেনিম টেক্সটাইল মিলস, বিশ্বাস গার্মেন্টস, মাস্টার্ড ট্রেডিং, হিন্দুল ওয়ালি টেক্সটাইল, ইসলাম ট্রেডিং কনসোর্টিয়াম, কেপিট্যাল বনানী ওয়ান, অর্জন কার্পেট অ্যান্ড জুট ওয়েভিং, এ জামান অ্যান্ড ব্রাদার্স, অরনেট সার্ভিসেস, দোয়েল অ্যাপারেল, আশিক কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস, মোস্তফা পেপার কমপ্লেক্স, এইচআর স্পিনিং মিলস, কেয়া ইয়ার্ন মিলস, তাবাসসুম এন্টারপ্রাইজ, অ্যাপেক্স ওয়েভিং অ্যান্ড ফিনিশিং মিলস, দ্য ওয়েলটেক্স, ডেল্টা সিস্টেমস, জাহিদ এন্টারপ্রাইজ, মুজিবুর রহমান খান, নিউ রাখী টেক্সটাইলস মিলস, আলী পেপার মিলস, অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, নর্দান ডিস্টিলারিজ, লাকি শিপ বিল্ডার্স, মাকসুদা স্পিনিং মিলস, শাপলা ফ্লাওয়ার মিলস, সিদ্দিক অ্যান্ড কোম্পানি, মনোয়ারা ট্রেডিং, একে জুট ট্রেডিং কোং, মাহাবুব স্পিনিং, আলামিন ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট, প্রফিউশন টেক্সটাইল, মা টেক্স, সুপার সিক্স স্টার শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড, টেকনো ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ন্যাম করপোরেশন, জাপান বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড পিএ, সর্দার অ্যাপারেলস, জেড অ্যান্ড জে ইন্টারন্যাশনাল, বিশ্বাস টেক্সটাইলস, মডার্ন স্টিল মিল, নিউ অটো ডিফাইন, অনিকা এন্টারপ্রাইজ, ডি আফরোজ সোয়েটার ইন্ডা, মোবারক আলী স্পিনিং মিলস, আফিল জুট মিলস, রেজা জুট ট্রেডিং, আর কে ফুডস, আলফা টোব্যাকো ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, ফেয়ার এক্সপো ওয়েভিং মিলস, ফেয়ার স্পেশালাইজড হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এবং ফিয়াস এন্টারপ্রাইজ রয়েছে অর্থমন্ত্রীর তালিকায়।

চট্টগ্রাম-১১ আসনের এম আবদুল লতিফের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে দৈনিক ৮৪৪ কোটি ২৩ লাখ টাকা লেনদেন হচ্ছে। মামুনুর রশীদ কিরণের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, ২০০৯-১০ সাল থেকে গত জুন পর্যন্ত বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থা থেকে দুই হাজার ৪৫৫ দশমিক ১২ মিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। গোলাম দস্তগীর গাজীর প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী জানান, বর্তমানে দেশে করদাতার সংখ্যা ২৯ লাখ ২৮ হাজার ৯৩ জন। আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের প্রশ্নে মুহিত জানান, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ৩৭২৫টি শাখার মধ্যে ৩২৮১টি শাখা (৮৮%) গ্রাহকদের পরিপূর্ণ অনলাইন সেবা প্রদান করছে।

জাতীয় পার্টির এ কে এম মাঈদুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী জানান, গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদেশ থেকে ১৪ হাজার ৯৩১ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। একই অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে ৩৭ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পাঠানো হয়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : The Financial Express

তারিখ : 11 JUL 2017

JS unveils list of top 100 loan defaulters

Classified loan now stands at Tk 1.11 trillion

Placing a list of the country's top 100 loan defaulters in Parliament, Finance Minister AMA Muhith said on Monday the classified loan now stands at Tk 1.11 trillion (111,347 crore), report agencies.

"As per the data of the Credit Information Bureau (CIB) of Bangladesh Bank, the amount of classified loan in banks and financial institutions is Tk 1113.47 billion as of April 2017," he said replying to a starred question from Awami League MP Mohibur Rahman Manik.

Muhith was however absent in Parliament on Monday and Food Minister Qamrul Islam answered the questions addressed to him.

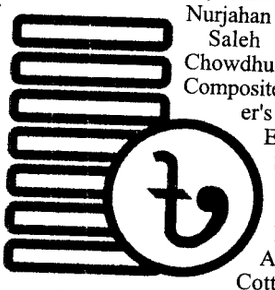

According to the list placed by the finance minister, the top 10 loan defaulters are Mohammad Elias Brothers (PVT) Ltd, Jasmir Vegetable Oil Ltd, Max Spinning Mills Ltd, Benetex Industries Ltd, Dhaka Trading House, Anowara Spinning Mills, Yasir Enterprise, Quantum Power System Ltd, MM Vegetable Oil Products Ltd and Alppa Composite Towel Limited.

The list mentions two individuals, the rest are companies.

It provides a combined amount, Tk 1.11 trillion until this year's month of April, but does not assign specific figures to the defaulting individuals and organisations.

The two individuals are - Mojibur Rahman Khan and Emdadul Haque Bhuiyan. The companies, Bismillah Towels and Jamuna Agro Chemical, have been mentioned twice.

Full list of the defaulters:

Mohammad Elias Brothers, Jesmin Vegetable, Max Spinning Mills, Benetex Industries, Dhaka Trading House, Anwara Spinning Mills, Yasir Enterprise, Quantum Powers Systems, MM Vegetable Oil Products, Alpha Composite Towels, Western Marine Shipyard, Max International, Hall-Mark Fashion, Monno Fabrics, Fair Trade Fabrics, Saharish Composite Towel and Nurjahan Super Oil.

Saleh Carpet Mills, SK Steel, Chowdhury Knitwear, Ranka Shoel Composite Textile Mills, T and brother's Knit Composite, Tania Enterprise Unit, Rahman Spinning Mills, S Spinning Line, Hazi Islam Uddin Spinning Mills, Gram Bangla NPKS Fertilizer & Agro Industries, Tele Barta, Cotton Corporation, Virgo Media, Sonali Jute Mills, Expert Tech, MBA Garments and Textiles, Walmart Fashion, One Denim Mills, Agro Industries, Himalaya Paper and Board Mills, MK Shipbuilders and Steels and Ranka Denim Textile Mills.

MAC Shipbuilders, Biswas Garments, Mustard Trading, Hindul Wali Textile, Islam Trading Consortium, Capital Banani One, Marin Vegetable Oil, Orjon Carpet and

Continued to page 7 Col. 5

JS unveils list

Continued from page 1 col. 4

Jute Weaving, A Zaman and Brothers, Ornate Services, Doel Apparels, Ashik Composite Textile Mills, Moon Bangladesh, Mostafa Paper Complex, HR Spinning Mills, Bismillah Towels, Keya Yarn Mills, Tabassum Enterprise, Apex Weaving and Finishing Mills, The Well Tex, Delta Systems, Zahid Enterprise, Hilful Fuzul Samaj Kalyan Sangstha, New Rakhi Textile Mills, Ali Paper Mills, Alltex Industries, Northern Distilleries, Lucky Shipbuilders, Jamuna Agro Chemical, Maksuda Spinning Mills, Shapla Flour Mills, Siddik & Company, Jamuna Agro Chemical, Monwara Trading, AK Jute Trading and Mahbub Spinning.

Al Amin Bread and Biscuit, Profusion Textiles, Matex, Super Six Star Ship Breaking Yard, Techno Design & Development, Bismillah Towel, NAM Corporation, Japan-Bangladesh Security Printing and PA, Sardar Apparels, Z&J International, Biswas Textile, Modern Steel Mills, New Auto Define, Anika Enterprise, D'Afroz Sweater Industries, Mobarak Ali Spinning Mills, Afil Jute Mills, Reza Jute Trading, RK Foods, Alpha Tobacco Manufacturing Company, Fair Expo Weaving Mills, Care Specialized Hospital and Research Centre and Fias Enterprise.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ ভোরের পাতা

তারিখ ঃ 1 1 JUL 2017

জনতা ব্যাংকের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা বহাল

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ কার্যক্রমের ওপর হাইকোর্টের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে পরীক্ষা কমিটির পক্ষে করা লিভ টু আপিল খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে আপিল বেঞ্চ।

গত রোববার আদেশ হলেও বিষয়টি সোমবার রিটের পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

আদালতে রিট আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী ইলিয়াস কচি, সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। পরীক্ষা কমিটির পক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোমতাজ উদ্দিন ফকির। আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, পরীক্ষা কমিটির পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন হাইকোর্টের হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে লিভ টু আপিল করেন। ফলে জনতা ব্যাংকের ফল প্রকাশ ও নিয়োগ

▶▶ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

জনতা ব্যাংকের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কার্যক্রমের উপর হাইকোর্টের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকল। এর আগে গত ২২ মে জনতা ব্যাংকের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও পরবর্তী কার্যক্রমের তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা দেন হাইকোর্ট।

একইসঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্ত ও গত ২১ এপ্রিল নেওয়া লিখিত পরীক্ষা বাতিলে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করেন আদালত।

অর্থ সচিব, আইন সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সভাপতি, জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিনকে এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

গত ২১ এপ্রিল জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ করেন চাকরি প্রত্যাশীরা। যা নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমেও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই পরীক্ষা অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন ১৫ জন চাকরিপ্রার্থী।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ১০ মার্চ ৮৩৪টি পদের বিপরীতে জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয় ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি। এই পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব পায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ। গত ২৪ মার্চ সকাল ও বিকেলে প্রাথমিক বাছাই (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আড়াই লাখ প্রার্থী তাতে অংশ নেন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ১৫০ জন। ২১ এপ্রিল লিখিত পরীক্ষায় ৯ হাজার ৪০০ জন অংশ নেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক কালের কণ্ঠ

তারিখ ঃ 1 1 JUL 2017

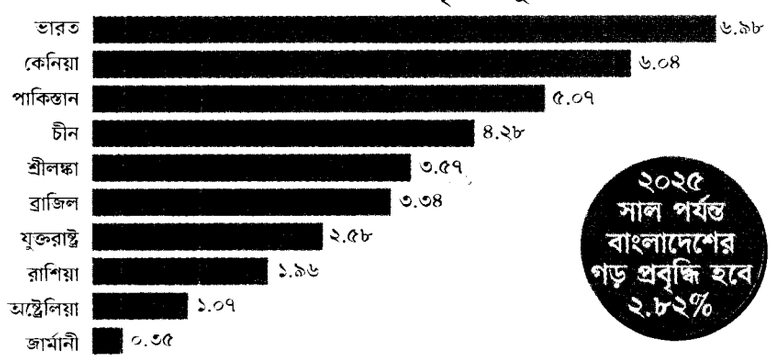

হার্ভার্ডের গবেষণা প্রতিবেদন

বাংলাদেশ নিম্ন প্রবৃদ্ধির দেশের তালিকায়

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

বাংলাদেশ নিয়ে অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো যখন উচ্চ প্রবৃদ্ধির কথা বলছে, তখন এর বিপরীতমুখী মত প্রকাশ করা হয়েছে হার্ভার্ডের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে।

Center for International Development at Harvard University

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (সিআইডি) তাদের পূর্বাভাসে বাংলাদেশকে নিম্ন প্রবৃদ্ধির দেশের ক্যাটাগরিতে রেখেছে। তাদের হিসাবে আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হবে গড়ে ২.৮২ শতাংশ করে।

প্রতিবেদনে বিশ্বের দেশগুলোকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে যেসব দেশের উৎপাদন সক্ষমতা একেবারে কম, সেসব দেশ সহজে পণ্য বৈচিত্র্যায়ণ ঘটাতে পারে না। এই ক্যাটাগরিতে ইকুয়েডর ও গানিয়ার মতো দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশকে রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে সিআইডির গবেষণায় উগান্ডা, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, তানজানিয়া ও ব্রাজিলকে রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলোর তালিকায়। পূর্বাভাসে সতর্ক করা হয়েছে আগামী দশকে বিশ্বপ্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী হতে পারে।

গবেষণায় ভারত ও উগান্ডাকে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ হিসেবে ধরা হয়েছে। এ দুটি দেশ ২০২৫ পর্যন্ত বার্ষিক গড়ে ৭.৭ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। যেখানে চীনের প্রবৃদ্ধি হবে গড়ে ৪.৪১ শতাংশ করে। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষে অবস্থান করবে ভারত।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ একটি বিশেষ ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল। তাই বর্তমানে সেই দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির গ্রাফ অনেকটাই নিচের দিকে নেমেছে। অন্যদিকে ভারতের ক্ষেত্রে তা হয়েছে উল্টো। ভারত, কৃষি থেকে শিল্প, এমনকি পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক কালের কণ্ঠ

তারিখ ঃ [illegible]

অর্থনীতির চার সূচকে অবনতি

আরিফুর রহমান ▷

রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল ছিল। দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপিসহ বিরোধী দল থেকে আন্দোলন-সংগ্রামের হুমকি ছিল না। বিদেশে শ্রমিক গেছে অন্যবারের তুলনায় বেশি। বিদ্যুতের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এত ইতিবাচক পরিবেশের মধ্যেও সদ্যঃসমাপ্ত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অর্থনীতির প্রধান চারটি সূচকে অবনতি হয়েছে। অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি প্রবাসী আয়ে ধস নেমেছে। আগের বছরের সঙ্গে তুলনা করলে আয় কমেছে ১৫ শতাংশ। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত এক কোটি প্রবাসী বাংলাদেশি বিগত অর্থবছরে যে পরিমাণ টাকা দেশে পাঠিয়েছে, তা গত পাঁচ অর্থবছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। রপ্তানি আয়েও গতি ছিল না। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রপ্তানি আয় কম হয়েছে ৬ শতাংশের মতো। গত আট বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ঋণ সহযোগিতা পাওয়ার আশা করেছিল অর্থ মন্ত্রণালয়, তাতেও বড় ধরনের ধস নেমেছে এ অর্থবছরে। অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

দেশের রপ্তানি পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীল। বিকল্প কোনো রপ্তানি খাত তৈরি হয়নি দেশে। পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ছে না। এ কারণে রপ্তানিতে এগোতে পারছে না বাংলাদেশ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই এক ধরনের অস্থিরতা চলছে। তেলের দর কমতির দিকে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিরা এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। এ ছাড়া ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী হচ্ছে। এসব কারণে প্রবাসী আয় কমছে। গত বছর জুলাইয়ে রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার পর বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পে সাময়িক স্থবিরতা দেখা দেয়। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এতে করে উন্নয়ন সহযোগীদের ঋণ খরচ করতে পারেনি মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো। এসব কারণেই এডিপি

- লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রপ্তানি আয় কম ৬%
- প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স কমেছে ১৫%
- এডিপি বাস্তবায়ন ৮৯ শতাংশ
- বিদেশি ঋণ ৭৭ কোটি ডলার কম এসেছে

বাস্তবায়ন ও বিদেশি ঋণ খরচ কম হয়েছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা।

রপ্তানি আয় কমেছে ৬% : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য বলছে, বিগত অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল তিন হাজার ৭০০ কোটি ডলার। কিন্তু রপ্তানি আয় হয়েছে তিন হাজার ৪৮৩ কোটি ডলার। আয় কম হয়েছে ২১৭ কোটি ডলার। এর মধ্যে পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ০.২০ শতাংশ। তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বলে গত রবিবার ইপিবি থেকে জানানো হয়। তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানিধসের পেছনে ব্যবসায়ীরা বলেছে, ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী হওয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের কারণে বিগত অর্থবছরে পোশাক খাতে রপ্তানিতে ধস নেমেছে। রপ্তানিতে পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই বলে কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের প্র...

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

অর্থনীতির চার সূচকে অবনতি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন।

এডিপি বাস্তবায়ন সর্বনিম্ন : বিগত অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছে ৮৯ শতাংশ, যা গত আট বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে সর্বশেষ ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৯০ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছিল; যদিও রাজধানীর শেরেবাংলানগরে নিজ দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল দাবি করেছেন, সদ্যঃসমাপ্ত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি বলেন, শতাংশের দিক থেকে কিছুটা কম মনে হলেও টাকার অঙ্কের দিক থেকে এটি সবচেয়ে বেশি বাস্তবায়ন। পরিকল্পনামন্ত্রী জানান, গত অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো ব্যয় করেছে মোট এক লাখ ছয় হাজার ৮২০ কোটি টাকা। অথচ এর আগের অর্থবছরে ব্যয় হয়েছিল ৮৭ হাজার ৬৭ কোটি টাকা। সে তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৩ শতাংশ বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে। তিনি বলেন, গত বছর এডিপি যা ছিল, সংশোধিত এডিপি তা-ই রাখা হয়েছে। এডিপি সংশোধন করলে এবং বরাদ্দ কমানো হলে দেখা যেত এডিপি ৯৯ শতাংশ বাস্তবায়িত হতো। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'অর্থবছরের প্রথম দিকে ইট পাওয়া যায় না। বর্ষার কারণে কাজ শুরু করা যায় না। গত বছর হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার কারণে পদ্মা সেতুসহ সব মেগা প্রকল্প থেকেই বিদেশিরা চলে গিয়েছিল। বড় বড় প্রকল্পে কাজ পিছিয়ে গিয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে আমি জাপান সফর করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রীর জাপান সফরের মধ্য দিয়ে তাদের সব ধরনের শর্ত মেনে নেওয়া হলে তারা ফিরে আসে। এতে এডিপি বাস্তবায়নে কিছুটা মন্থর হয়।' যদিও ড. জাহিদের মতে, দেশের বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বাড়েনি। এক লাখ কোটি টাকা খরচ করতে যে ধরনের প্রশাসনিক সক্ষমতা থাকা দরকার, তা নেই। এ ছাড়া সরকার অনেক সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল; কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। এ কারণে এডিপি বাস্তাবায়নে গতি আসেনি।

প্রবাসীদের আয় ১৫% হ্রাস : বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত অর্থবছরে প্রবাসীরা এক হাজার ২৭৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে দেশে, যা বিগত পাঁচ অর্থবছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল এক হাজার ৪৯৩ কোটি ডলার। এতে দেখা গেছে, বিগত অর্থবছরে এর আগের অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্স কমেছে ২১৬ কোটি ডলার বা ১৪.৪৭ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, রেমিট্যান্স কমার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে দীর্ঘ অস্থিরতা ও তেলের দর পড়ায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের আয় কমে গেছে। এতে তারা আগের মতো অর্থ পাঠাতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরে টাকার বিপরীতে ডলারের মূল্য কম থাকায় প্রবাসীরা আগের মতো অর্থ পাঠাচ্ছে না। ব্যাংকের তুলনায় খোলাবাজারে ডলারের মূল্য বেশি থাকায় ভিন্ন উপায়ে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে ঢুকছে। মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যবহার করে হুন্ডি ব্যবসায়ীরা অবৈধ উপায়ে দ্রুত প্রবাসীর আত্মীয়স্বজনের কাছে রেমিট্যান্সের টাকা পৌঁছে দিচ্ছে।

বিদেশি ঋণ ৭৭ কোটি ডলার কম : বিগত অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৭৭ কোটি ডলার কম পেয়েছে বাংলাদেশ। ৪১৭ কোটি ডলার ছাড় হওয়ার কথা ছিল। ছাড় হয়েছে ৩৪০ কোটি ডলার। এর আগে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থছাড় হয়েছিল ৩৫৬ কোটি ডলার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে। কাঙ্ক্ষিত বিদেশি ঋণ না পাওয়ার পেছনে ইআরডির কর্মকর্তারা গত বছর হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার কথা উল্লেখ করেছেন। জঙ্গি হামলার কারণে জাপানিদের অর্থায়নে মাতারবাড়ী, মেট্রো রেল, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তিনটি সেতুসহ বিদেশিদের অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্পে স্থবিরতা দেখা দেয়। এ কারণে কাঙ্ক্ষিত অর্থছাড় হয়নি।

এসব বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে। শুধু পোশাক খাতের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না। আমরা উৎপাদন বাড়িয়ে পোশাক খাতকে চালানোর চেষ্টা করছি।' এ ছাড়া রেমিট্যান্স কম আসার পেছনে মধ্যপ্রাচ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি প্রবাসীদের অনিশ্চয়তাকে দায়ী করেন তিনি। আর এডিপি বাস্তবায়ন ও বিদেশি ঋণ খরচ করতে না পারার পেছনে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে দুষলেন এই অর্থনীতিবিদ।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Financial Express তারিখ ঃ 11 JUL 2017

Exchange Rate

July 10, 2017

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bangladesh Taka in cash transaction on Monday.

Selling rates to public (outward remittance)

Bank	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	81.6000	93.5465	105.5190	0.7221	84.8254	63.6758	62.4491
Janata Bank	81.4000	93.5730	105.6440	0.7089	84.4068	63.6963	62.4641
Agrani Bank	81.6300	93.4091	106.4782	0.7253	84.9584	63.6424	62.2694
Rupali Bank	81.6300	93.7990	106.0700	0.7232	85.6784	64.3527	62.8204
FCBs							
StanChart	81.8900	94.5587	106.7549	0.7305	86.8487	64.9773	63.7159
CBC	81.6400	94.0085	107.3484	0.7344	--	63.7663	63.8915
PCBs							
SEBL	81.8000	94.7265	107.3729	0.7267	86.6372	63.6199	62.9998
BRAC Bank	81.8900	94.3712	105.7153	0.7357	86.4710	65.2606	62.4925
Prime Bank	81.7500	94.9550	107.3675	0.7317	85.5379	63.8637	62.5057
AB Bank	81.6900	95.9671	107.0943	0.7342	85.6936	64.4617	--
Uttara Bank	81.4000	94.7238	106.2525	0.7309	84.6138	62.8974	62.6721

Buying rates from public (inward remittance)

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.2000	91.0108	103.1834	0.6956	82.7790	61.9557	60.7350
Janata Bank	80.1000	90.7616	102.8716	0.7009	83.0032	62.1236	60.9024
Agrani Bank	80.2500	90.8091	103.2083	0.6929	82.9096	60.9783	60.9783
Rupali Bank	80.2000	90.9520	102.8858	0.6945	82.7777	61.8380	60.6161
FCBs							
StanChart	80.4000	90.9681	103.1656	0.6949	82.9324	61.3210	60.1305
CBC	80.1500	89.6558	102.9206	0.6959	--	60.9830	59.8881
PCBs							
SEBL	80.3000	90.8281	103.0481	0.6935	83.2728	62.1512	60.7762
BRAC Bank	80.4000	91.0200	102.2388	0.6992	81.7043	63.8703	59.6775
Prime Bank	80.3000	90.7520	103.1360	0.6957	82.7457	61.9133	60.9040
AB Bank	80.2000	90.7512	102.0531	0.6907	82.3994	61.3694	--
Uttara Bank	80.0000	90.1891	102.6334	0.7041	82.9639	61.4124	61.1234

Selling rates to importers

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	81.6500	93.6038	105.5836	0.7226	85.1315	63.7148	62.4874
Janata Bank	81.4500	93.6072	105.6827	0.7091	84.4379	63.7196	62.4869
Agrani Bank	81.6500	93.4291	106.5040	0.7255	84.9692	63.6579	62.2846
Rupali Bank	81.6500	93.8218	106.2958	0.7234	85.6991	64.3682	62.8356
FCBs							
StanChart	81.9000	94.5681	106.7656	0.7306	86.8574	64.9838	63.7222
CBC	81.6500	94.1085	107.4484	0.7354	--	63.8163	63.9415
PCBs							
SEBL	81.8000	94.7265	107.3729	0.7267	86.6372	63.6199	62.9998
BRAC Bank	81.9000	94.4012	105.9653	0.7362	86.5010	65.2906	62.5225
Prime Bank	81.8000	95.0120	107.4320	0.7321	85.5898	63.9025	62.5438
AB Bank	81.7000	96.0171	107.1443	0.7352	85.7736	64.5417	--
Uttara Bank	81.4500	94.7807	106.3172	0.7314	84.6657	62.9359	62.7104

Buying rates from exporters

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.0800	90.8746	103.0290	0.6946	82.6552	61.8630	60.6441
Janata Bank	79.8700	90.2929	102.4547	0.6980	82.6678	61.8726	61.8726
Agrani Bank	80.1000	90.6380	103.0149	0.6916	82.7541	61.9050	60.8641
Rupali Bank	80.0800	90.8152	102.7311	0.6935	82.6533	61.7449	60.5248
FCBs							
StanChart	80.2124	90.7559	102.9249	0.6933	82.7388	61.1779	59.9902
CBC	79.9630	89.2273	102.5165	0.6932	--	60.7459	59.6544
PCBs							
SEBL	80.3000	90.8281	103.0481	0.6935	83.2728	62.1512	60.7762
BRAC Bank	80.2918	90.9064	102.1063	0.6902	81.5992	63.7866	59.5973
Prime Bank	80.0814	90.5027	102.8542	0.6938	82.5191	61.7437	60.7376
AB Bank	79.9500	90.3365	101.6055	0.6876	82.0891	61.1204	--
Uttara Bank	79.8065	89.9472	102.2322	0.7015	82.6603	61.1796	60.8977

Notes: USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Drham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF= Swiss Franc, NA= Data Not Available, PLC= Public Limited Company, FCB= Foreign Commercial Bank, PCBs= Private Commercial Bank.